উন্নয়নের অক্সিজেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ১৩ জুন ২০১৭ খ্রিঃ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ১৩ জুন ২০১৭ তারিখ মঙ্গলবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) নেতৃবৃন্দদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা। সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট, আয়কর ও শুল্ক বিভাগের সদস্য যথাক্রমে ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন, জনাব লুৎফর রহমান ও জনাব পারভেজ ইকবাল এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান উপস্থিত ছিলেন। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) এর সভাপতি জনাব গঞ্জা চরণ মালাকার, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, সহ-সভাপতি এনামুল হক দোলন, সদস্য কাজী সিরাজুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি জনাব হেলাল উদ্দীনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় স্বর্ণ ব্যবসায়ে বর্তমান সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আপন জুয়েলার্সের ৫টি শোরুম থেকে চোরাচালানের দায়ে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত প্রায় ১৫.১৩ মণ স্বর্ণ আটকের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভুলভাবে বার্তা যাওয়ায় সাধারণ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে মর্মে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা জানান। ফলে ঈদের বাজারকে কেন্দ্র করে স্বর্ণ ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রসংগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, এনবিআর স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করছে। স্বর্ণ ব্যবসা এ দেশে একটি ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সরকারের পক্ষ থেকে এই ক্ষেত্রকে আরও যুগোপযোগী ও অগ্রসর করার জন্য যাবতীয় ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশস্ত করেন। ইতোমধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে যুগোপযোগী স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছেন। অচিরে এই নীতিমালা বাস্তব রূপ লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

একইসঙ্গে, এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন আপন জুয়েলার্সের ৫টি শোরুমে শুল্ক গোয়েন্দার অভিযান এবং চোরাচালানের দায়ে আটককৃত প্রায় ১৫.১৩ মণ স্বর্ণের ঘটনাটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এটাকে কেন্দ্র করে সাধারণ ব্যবসায়ীদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে সৎ ও সুনামের সাথে এই ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এনবিআর সব সময় এসব ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে। সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ এবং অনুসন্ধানে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া কোন স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কোন অভিযান পরিচালনা করা হবে না। এই অবস্থাকে কেন্দ্র করে অন্য কেউ যেন অযথা হয়রানি না করে সেজন্যে এনবিআর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

অন্যদিকে, স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা ১লা জুলাই ২০১৭ থেকে নতুন ভ্যাট আইনে ১৫% ভ্যাট আরোপের বিষয়টা পুনরায় বিবেচনার জন্য চেয়ারম্যানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বলেন, বর্তমানে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এই স্বর্ণে ৫% হারে ভ্যাট প্রদান করছেন। কিন্তু ১লা জুলাই ২০১৭ নতুন ভ্যাট আইনে ১৫% ভ্যাট আরোপের ফলে স্বর্ণের দাম বেড়ে যাবে। ফলে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং পার্শ্ববর্তী দেশে এই শিল্প স্থানান্তর হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমদানি পর্যায়ে স্বর্ণে কোন ভ্যাট না থাকায় খুচরা পর্যায়ে স্বর্ণ বিক্রয়ের উপর প্রস্তাবিত রেয়াত নেয়ার কোন সুযোগ না পাওয়ায় ক্রেতাদের ১৫% হারেই নীট ভ্যাট দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান তাদের আশ্বস্ত করে বলেন নতুন ভ্যাট আইনে এই সেক্টরে দাম যেন না বাড়ে এবং একই সাথে এই ভ্যাট আরোপের ফলে দাম বাড়ানোর জন্য শতবর্ষের এই শিল্পের কোন ক্ষতি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। এই শিল্পের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রয়েছে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিশেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া